মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালে প্রাথমিকে গমনোপযোগী শিশুদের ৯৭.৯৪ শতাংশ ভর্তি হয়েছিল। এ থেকে স্পষ্ট যে, মেয়ে ও ছেলে শিশু উভয়েরই প্রায় শতভাগ ভর্তি ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব ছিল না। ২০০৫ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৭.২ শতাংশ, ২০১৫ সালে এসে এ হার দাঁড়িয়েছে ২০.৪ শতাংশ।

তবে প্রত্যাশিত মানের শিক্ষা অর্জনের জন্য সার্বিক যে ইতিবাচক পরিবেশ প্রয়োজন তা থেকে বাংলাদেশ এখনও বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হয়তো-বা আমাদের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এবং তাদের জন্য শিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ অন্তরায়।

প্রত্যাশিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান অন্তরায়গুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধে বলীয়ান শিক্ষার অভাব, শিক্ষকের উন্নয়ন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রণোদনার অভাব, সরকারি তহবিল ব্যবহারের তদারকিতে দুর্বলতা, প্রাথমিকে ঝরে পড়ার উচ্চহার, অতিদরিদ্র বা দুর্গম এলাকার শিশুদের ভর্তি না-হওয়া, প্রাথমিক-পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থী হ্রাস, নগরাঞ্চলে দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষার অভাব প্রধান।